২০০৮ সালে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা এবং ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট নিকোলাস সারকোজির জনপ্রিয়তায় ধস নামার কারণে রাজনৈতিক বিপর্যয় থেকে আত্মরক্ষা ও উত্তরণের পথ হিসেবে মুসলমান নারীদের বলির পাঁঠা বানিয়ে সারকোজি সরকার পরবর্তী নির্বাচনে পার পেতে চেয়েছিল। তারই ফলে ২০১১ সালে ফ্রান্সে মহিলাদের বোরকা বা নেকাব পরার বিরুদ্ধে আইন পাস করা হয়। এই প্রতারণামূলক আইন পাসের পর কয়েক বছর পেরিয়ে গেলেও ইউরোপীয়দের এই বিতর্কিত বোরকানীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ থেমে নেই। **ফ্রান্সে মহিলারা বোরকা বা নেকাব পরলে ১৫০ ইউরো জরিমানার বিধান চালু করার কারণে তাদের নাগরিকরা বৈষম্যের শিকার হতে হচ্ছে।** অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু বা প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাদের ওপর পুরো মুখ ঢাকা বোরকা বা নেকাব চাপিয়ে দেয়ার কারণে কেউ দোষী সাব্যস্ত হলে তার বিরুদ্ধে আরও কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিধান রাখা হয়েছে। সেক্ষেত্রে ৩০ হাজার ইউরো জরিমানাসহ এক বছরের জেলের বিধান রয়েছে। বিরোধী সাম্যবাদী দলের পরামর্শে আরও বিধান করা হয়েছে, অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুদের ক্ষেত্রে পর্দা নিয়ে জোরজবরদস্তি করা হলে এ শাস্তির মাত্রা দ্বিগুণ হবে। ২০১১ সালে ফরাসি জাতীয় সংসদে ৩৩৫ ভোটে বিলটি পাস হয়। বিলের বিপক্ষে ভোট পড়ে মাত্র ১টি। এ ধরনের একটি অযাচিত বিলের ওপর এই ভোটাভুটি ফ্রান্সের আইনের শাসন ও গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর কুঠারাঘাত বলে অনেক বিশেষজ্ঞ মত প্রকাশ করেছেন।

ফরাসি জাতীয় সংসদে ভোটের কয়েক সপ্তাহ আগে ইউরোপের ৪৭টি দেশের সংসদ সদস্যরা ইউরোপিয়ান কাউন্সিলে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত এক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বোরকা নিষিদ্ধকরণকে অগণতান্ত্রিক ও বৈষম্যমূলক বলে নিন্দা জানিয়েছেন। এই নিন্দা প্রস্তাবে অংশ নিয়েছিলেন বিরোধী সমাজতান্ত্রিক দল ও সরকার সমর্থক ইউনিয়ন ফর পপুলার মুভমেন্ট পার্টির সংসদ সদস্যরাও। ইউরোপিয়ান কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তে বলা হয়, ইউরোপের ক্রমবর্ধমান অবগুণ্ঠিত বা লুক্কায়িত ভয়) শীর্ষক এক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এতে প্রশ্ন করা হয়— এ মহাদেশটিতে হচ্ছেটা কী? এ মহাদেশই বিশ্বকে ম্যাগনাকার্টা নামে একটি সনদপত্র উপহার দিয়েছিল, যাতে বিশ্বে প্রথমবারের মতো প্রত্যেক নাগরিকের জন্য গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। সে তো বেশিদিনের কথা নয়। ইউরোপ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে আমরা উন্নতি, অগ্রগতি, রাজনৈতিক মুক্তি ও স্বাধীনতা, সিভিল লিবার্টিজের আদর্শ হিসেবে দেখে এসেছি, শুনে এসেছি এবং বলে এসেছি। ওসব কি এখন অতীতের কাহিনী? পত্রিকার সম্পাদকীয়তে ধর্মীয় কারণে মুসলমানদের শাস্তি প্রদান থেকে বিরত রাখতে ইউরোপকে সতর্ক করে দেয়া হয়। এতে উল্লেখ করা হয়, ফ্রান্সে প্রায় ৫০ লাখ মুসলমানের বাস। আমাদের ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না— মাত্র কয়েক দশক আগে ইউরোপে ইহুদিদের বিরুদ্ধে একই রকম একটি প্রচারাভিযান চালানো হয়েছিল, যার ফলে নাৎসিদের হাতে শত-সহস্র ইহুদিকে জীবন দিতে হয়। তাই ইউরোপের সরকার, আইনজ্ঞ এবং প্রচার মাধ্যমগুলোকে আরেকটি দৈত্যের আবির্ভাব প্রতিরোধ করতে হবে, যাকে পরে আর বোতলে ঢোকানো সম্ভব হিজাব-নেকাব নিষিদ্ধকরণের কারণে ইউরোপে সামাজিক বিভাজন, অনাস্থা ও সংঘাত বাড়ছে। এমনকি সন্ত্রাসও ছড়িয়ে পড়ছে, যার লক্ষণ ইতিমধ্যে পশ্চিমা বিশ্বে দেখা গেছে। এ ধরনের পরিস্থিতির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে মাঠে নেমে গেছে আইএসআইএস (ইসলামিক স্টেট অব ইরাক অ্যান্ড সিরিয়া)। তারা বোরকা বা নেকাব পরা মহিলাদের উদ্দেশে ঘোষণা দিয়েছে, 'পশ্চিমা বিশ্বের তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশে আপনারা বৈষম্য ও বিদ্বেষমূলক আচরণের শিকার হলে, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে আমাদের সঙ্গে যোগ দিন।' সেই ডাকে ইতিমধ্যে তিন মুসলমান ছাত্রী যুক্তরাজ্য থেকে সিরিয়ায় পাড়ি দিয়েছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে তা আতংকজনক বৈকি!

আফগানিস্তানে মার্কিন ও ন্যাটো জোট হেরেছে, জিততে পারেনি। আফগান যুদ্ধের বিরোধিতা করেছে ইউরোপের অধিকাংশ মানুষ। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ফ্রান্সে পুরুষের চেয়ে ৮ শতাংশ বেশি নারী আফগান যুদ্ধের বিরোধী ছিল। জার্মানিতে আফগান যুদ্ধের বিরোধী পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা ২২ শতাংশ বেশি। আফগানিস্তান ও ইউরোপে নারী অধিকার পুনরুদ্ধারের নামে আমেরিকা ও ইউরোপের

ড. মুনীর উদ্দিন আহমদ

ইউরোপের ভ্রান্ত নীতির শিকার মুসলিম নারীরা

রাজনৈতিক দলের ইসলাম সম্পর্কে অমূলক ভীতি, ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর নেতিবাচক তথ্যাবলি উদ্ভাবন ও প্রচারকে কাউন্সিল নিন্দা করে। সিদ্ধান্তে আরও বলা হয়, রাজনৈতিক দলগুলো কর্তৃক উদ্দেশ্যমূলকভাবে ইসলামকে অন্যায় ও ভ্রান্তভাবে সন্ত্রাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার মানসিকতাকেও কাউন্সিল সমর্থন করে না। ইউরোপিয়ান কাউন্সিল কখনোই অসহিষ্ণুতাকে উসকে দেয়া বা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা সঞ্চারকে সমর্থন করে না। ফ্রান্সের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট নিকোলাস সারকোজি কর্তৃক সমর্থিত বোরকা নিষিদ্ধকরণ বিল প্রসঙ্গে ইউরোপিয়ান কাউন্সিল উল্লেখ করে, ইউরোপিয়ান কনভেনশন অব হিউম্যান রাইটসের ৯ নম্বর ধারা মোতাবেক প্রত্যেক নাগরিককে ধর্মীয় পোশাক পরার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে, সরকারি বা বেসরকারি কর্মস্থল বা স্থানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কেউ তাদের চেহারা ঢাকতে চাইলে ঢালাওভাবে বোরকা বা নেকাব নিষিদ্ধ করলে তাদের অধিকারকে অস্বীকার করার সমতুল্য বলে গণ্য করা হয়।

ফ্রান্সে বোরকা নিষিদ্ধ হওয়ায় মুসলিম বিশ্বে নিন্দার ঝড় উঠেছিল এবং সেই ঝড় এখনও প্রবাহমান। ২০১১ সালের ১৪ জুলাই সংযুক্ত আরব আমিরাতের খালিজ টাইমস পত্রিকা Veiled Threat in Europe (ইউরোপে নাও হতে পারে।

ফ্রান্সের পর বেলজিয়ামের নিম্নকক্ষে জাতীয় পর্যায়ে বোরকা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। একই ধরনের প্রস্তাব স্পেন, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, অস্ট্রেলিয়া ও সুইজারল্যান্ডে উত্থাপিত হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে কার্যকর হয়েছে। স্পেনের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর বার্সেলোনায় পৌর ভবন, পাবলিক বাজার এবং লাইব্রেরিতে পর্দা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। জার্মানির কোনো কোনো সরকারি স্কুলে শিক্ষকদের মাথায় স্কার্ফ পরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ইউরোপের কিছু দেশ বোরকা বা নেকাব নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে কী হাসিল করতে যাচ্ছে? এসব দেশের সরকার ভালো করেই জানে, তারা যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বা করতে চলেছে তা অগণতান্ত্রিক, মানবাধিকার বিরুদ্ধ, বৈষম্য ও প্রতারণামূলক। এসব প্রতারণামূলক আইনের বিরুদ্ধে মুসলমান মহিলারা প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছেন। গণতান্ত্রিক ও মানবাধিকার কর্মীরা মনে করেন, নিরাপত্তার চেয়েও ইউরোপের সরকার, রাজনৈতিক দল ও তাদের সমর্থকদের কাছে ইসলাম সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান অমূলক ভীতি ও বিভ্রান্তিকর নেতিবাচক মনোভাব মারাত্মক রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, যা ব্যবহার বা প্রচার করে অতি সহজে রাজনৈতিক ফায়দা লোটা যায়।

সরকারগুলো আফগান যুদ্ধের যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে উঠেপড়ে লেগেছিল। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। কাবুলে কিছু পরিবর্তন এলেও এখনও আফগানিস্তানে ধর্মীয় বিধান ও হিজাব-নেকাবের পরিমাণ বিন্দুমাত্র কমেনি।

উইকিলিকস কর্তৃক আফগান যুদ্ধের ওপর প্রায় ৯০ হাজার গোপন দলিল ফাঁস হয়ে যাওয়ায় সে যুদ্ধের যৌক্তিকতা, পরিচালনা, সাফল্য-ব্যর্থতা নিয়ে মানুষ অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে উঠেছিল। আফগান যুদ্ধ সম্পর্কে ইউরোপ-আমেরিকার জনগণের অনীহা তখন প্রচণ্ড প্রতিবাদের রূপ নিয়েছিল। সিআইএ'র এক কর্মকর্তা বলেছেন, মানুষের অনীহা ভোটারদের অবজ্ঞা করতে নেতাদের সুযোগ এনে দেয়। তিনি মনে করেন, এ অনীহা প্রতিবাদের গণজোয়ারে পরিণত হতে পারে। এ গণজোয়ার প্রতিহত করা বা উত্তেজনা হ্রাসের মাধ্যমে জনসমর্থন আদায়ের উদ্দেশ্যে ইউরোপের কোনো কোনো দেশ অগণতান্ত্রিক ও অন্যায় পন্থা অবলম্বন করতেও কুণ্ঠাবোধ করছে না। কিন্তু এ ধরনের আচরণ ইউরোপের হাজার বছরের শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পরিপন্থী নয় কি?

ড. মুনীরউদ্দিন আহমদ : *অধ্যাপক, ক্লিনিক্যাল ফার্মেসি অ্যান্ড ফার্মাকোলজি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*
drmuniruddin@gmail.com